ভোরের কাগজ

AUG 05 2002

তারিখ ...... পৃষ্ঠা 2 কলাম ......

—ভোরের কাগজ

বিতর্কিত ৪ ছাত্রদল নেত্রীর সাক্ষ্য □ 'পুরুষ পুলিশ ঢোকেনি'

বিদায়ী ভিসির কথারই প্রতিধ্বনি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান ২৩ জুলাই গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে পুরুষ পুলিশ ঢুকার কথা স্বীকার করলেও স্বীকার করলেন না বহুল আলোচিত বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রী লুসি ও শান্তা। তবে ছাত্রদল নেত্রী, শান্তা, বীথিকা ঐ রাতে মেয়েদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের কথা স্বীকার করেছেন। তারা বলেছেন, উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। অবশ্য বীথিকা ২/৩ জন পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তার ঢুকার কথা স্বীকার করেছেন। তারা পদত্যাগী উপাচার্য আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদেরকে বহিরাগত ও গার্মেন্টস কর্মী বলে উল্লেখ করেছেন।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামের কাছে ঐ রাতের ঘটনার সাক্ষ্য দেওয়ার পর তার কক্ষ থেকে বের হয়ে এসে সাংবাদিকদেরকে ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

বিদায়ী ভিসির কথার প্রতিধ্বনি

প্রথম পাতার পর লুসি শান্তা ও বীথিকা এ কথাগুলো বলেন।

সাক্ষ্য গ্রহণের চতুর্থ দিনে গতকাল ধানমন্ডির নায়েম ভবনে ৪ ছাত্রদল নেত্রীসহ ৫ ছাত্রী সাক্ষ্য দিতে হাজির হয়েছিলেন। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম ৩০৭ নম্বর কক্ষে এদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ৪ নেত্রী হচ্ছে, হালিমা খানম লুসি, নুরজাহান শান্তা, লিলি ও বীথিকা। সাক্ষ্য দিতে আসা অন্য একজন ছাত্রীর নাম জানা যায়নি। এদের মধ্যে লুসি-শান্তা ও লিলি বহিরাগত বলে সাধারণ ছাত্রীরা জানিয়েছেন। এই তিনজনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ এনেছেন শামসুন্নহার হলের সাধারণ ছাত্রীরা। বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলামের কাছে সাক্ষ্য শেষে বাইরে এসে উপস্থিত সাংবাদিকদের লুসি ও শান্তা জানান, আমরা শামসুন্নাহার হলের অপসারিত প্রোভোস্ট সুলতানা শফির গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। তিনি ছাত্রলীগ এবং তার অনুগত মেয়েদের দিয়ে হলে ঐরাতে উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন। এছাড়া হলে ঐ রাতে মহিলা পুলিশ ছাড়া কোনো পুরুষ পুলিশ ঢোকেনি। পুরুষ পুলিশ ঢুকেছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। পুরুষ পুলিশ ঢুকেছে এটা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হলে ঐ পরিস্থিতি সাধারণ ছাত্রীরা সৃষ্টি করেনি, যারা করেছে তারা সবাই ছাত্রলীগের এবং সুলতানা শফির অনুগত। যে মেয়েরা গ্রেপ্তার হয়েছিল তারাও সবাই ছাত্রলীগের। মেয়েদের ঐ রাতে নির্যাতন করার কথা তারা অস্বীকার করেছেন। তারা বলেন, কেউ তো হাসপাতালে ভর্তি হয়নি। সুতরাং পুলিশ তাদের কি নির্যাতন করলো?

লুসি ও শান্তা জানান, আমাদেরকে ফোন করে জানানো হয় আমাদের সংগঠনের মেয়েদেরকে ছাত্রলীগ ও বামপন্থী মেয়েরা আটকে রেখেছে। আমরা হল শাখা ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব মনে করে হলে আসি। এর আগে সন্ধ্যায় আমরা যখন হলে এসে পৌঁছাই তখন দেখি হলের ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ বামপন্থী দলের নেতাকর্মীরা হলের মাঠে এবং মাস্টার্স বিল্ডিং-এর দোতলায় মিছিল করছে। আমরা ২৩৫ নম্বর কক্ষে গেলে, মেয়েরা কান্নায় ভেঙেপড়ে। সেখান থেকে সুলতানা শফি ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে নিচে আসতে গেলে সিঁড়ির গোড়ায় সন্ত্রাসী ছাত্রীদের মারমুখী ভঙ্গি দেখে ঐ কক্ষে ফিরে যাই। এরপর একদল সন্ত্রাসী ছাত্রী আমাদের রুমের সামনে লাঠিসোঁটা নিয়ে অবস্থান করে এবং জানালার কাচ-ভাঙচুর করে। এ সময় কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রী আমাদের রুমে ঢুকে আমাদের মেয়েদের টেনে-হিঁচড়ে মারধর করতে থাকে। তখন আমরা সহকারী প্রোক্টর স্যারদের ফোন করে অনুরোধ করি স্যার আমাদের বাঁচান। তখন তারা আমাদের রুমে কয়েকজন মহিলা পুলিশ নিয়ে আসেন। এভাবে প্রায় রাত ৩টা পর্যন্ত স্যারদেরসহ আমাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। এরপর স্যারেরা চলে গেলে বারান্দায় বেরিয়ে আমরা দেখি মেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করছে।

এদিকে উল্লেখ্য, দেড় বছর আগে লুসির ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেলেও তিনি জানিয়েছেন মাত্র ১ মাস আগে তার ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে।

বীথিকা জানিয়েছেন, উচ্ছৃংখল ছাত্রীদের দমন করতে মহিলা পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এরপর তারা না থামলে সহকারী প্রোক্টর শফিউল্লাহ স্যারের নির্দেশে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রীদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ পুলিশ কর্মকর্তাদের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হবে।